সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১

২০-২৬ জুলাই

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ
বদলে দেব বাংলাদেশ

মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দৈনিক বাংলা, ৭ জুলাই ১৯৭২

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১
২০-২৬ জুলাই

সম্পাদনা পরিষদ

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, উপপরিচালক	সভাপতি
সৈয়দ আরিফ আজাদ, উপপরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ রেজাউল করিম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
এ বি এম জাহিদ হাবিব, প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ আবুল হাশেম, প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
ড. সৈয়দ আলী আজহার, সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ ইউসুফ খান, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক	সদস্য
এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাঃ সাইনার আলম, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোঃ আবু সাঈদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক	সদস্য
কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
এম এম মাহবুব আলম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
আয়েশা সিদ্দিকা, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ আলমগীর কবীর, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোহাম্মদ শরিফুল আজম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, উপপ্রধান	সদস্যসচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১১

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকীবুল মইন রুমী

প্রচার সংখ্যা
১০,০০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ
স্কেল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৯ পুরানা পল্টন (১ম তলা), ঢাকা-১০০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তায়ও জলজ জীবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নততর পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দেশীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষায় মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টি, পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য, 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্যখাতের উন্নয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি। আমি সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ- ২০১১'এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ আবহমান বাঙালির সংস্কৃতির একটি অংশ। মাছ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া মাছ শরীরের পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। যুগোপযোগী, পরিবেশ-বান্ধব, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর অপরিকল্পিত আহরণ বন্ধ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

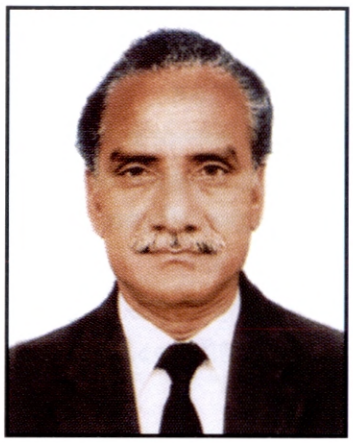

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান এবং আমিষের চাহিদা পূরণে এ খাত আবহমানকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নত ও সহজপাচ্য আমিষ, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ও সুস্থ জাতি গঠনে মাছ অত্যন্ত উপযোগী একটি খাদ্য। সে কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন জরুরি।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার মৎস্য খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত করার জন্য এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর ২০-২৬ জুলাই, ২০১১ সপ্তাহব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দেশের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশা করি। পাশাপাশি এ কার্যক্রমসমূহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়েও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবারের মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান **'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'**। এ শ্লোগানটি দেশের আপামর জনসাধারণকে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** এর সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ মূলত নদীমাতৃক গাঙ্গেয় বদ্বীপ। আমাদের দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর, পদ্মা- মেঘনা-যমুনাসহ অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি ও বিচিত্র জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশ মৎস্যসম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

'মাছে-ভাতে বাঙালি' আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪ শতাংশ মৎস্য উপ-খাতের অবদান। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে এ উপ-খাত থেকে। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ এ খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত একটি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য খাতও বিজ্ঞান ও গবেষণায় নব নব প্রযুক্তিও উদ্ভাবনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে উন্নত মাছের ব্রুড সংরক্ষণ, মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারিজাত দ্রুত বর্ধনশীল মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মৎস্য চাষের নব নব উদ্ভাবনা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ের মৎস্যচাষি ও খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে সারাদেশে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক ও মৎস্যচাষিগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে তাই এ উপ-খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য উপ-খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে আমাদের জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। কৃষিতে ক্ষতিকর কীটনাশকের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ ও কারখানার দূষিত বর্জে আমাদের প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয় ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। আর এ দূষণের অন্যতম শিকার হচ্ছে আমাদে মৎস্যসম্পদ।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশ জুড়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক, মহিলা, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জেলে, মৎস্যজীবীসহ দেশের আপামর মানুষকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে হবে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন, আমরা আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্যচাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত, উদ্যমী ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলি যে নতুন প্রজন্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করবে।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

মুখবন্ধ

স্মরণাতীতকাল থেকেই এ দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের রয়েছে সুবিশাল মৎস্যসম্পদ। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুষ্টির যোগান, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশের মৎস্যসম্পদগুলো এক সময় বৈচিত্র্যময় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানাবিধ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ মৎস্যসম্পদ।

দেশের জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও একটি বিষয়ভাবনা জরুরি হয়ে পড়ছে- তা হলো নিরাপদ মৎস্য। অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে জলাশয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ও মৎস্যখাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহার বা প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হওয়া অথবা আহরণপরবর্তী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বা প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে ব্যবহার বা সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ঘটতে পারে। এছাড়াও পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত মৎস্য রাসায়নিক দূষণের শিকার হচ্ছে যা মৎস্যভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। তাই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশে যুগোপযোগী একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বরাবরের ন্যায় এ বছরেও আগামী ২০-২৬ জুলাই ২০১১ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে- 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'। এ সপ্তাহ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও গ্রহণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ উপলক্ষে এবারও মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। সংকলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ মাছ ও চিংড়ি চাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য রপ্তানিকারক, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকর্মী, পরিবেশবিদ, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক এবং সর্বস্তরের জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ সংকলনটি প্রকাশে অর্থায়নকারী সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। সংকলন সম্পাদনা একটি দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ। যাদের মেধা ও অকান্ত শ্রমে স্বল্প সময়ে বৈচিত্র্যময় এ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ এর ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

সংকলন প্রকাশনায় অর্থায়নে

১. **ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

২. **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৩. **ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৪. **অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প,** মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৫. **হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৬. **ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৭. **বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, বয়রা, খুলনা

৮. **বৃহত্তর পাবনা জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, পাবনা

৯. **বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, গোপালগঞ্জ

১০. **যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**
মৎস্য ভবন, আরবপুর, যশোর

১১. **হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১১

সূচিপত্র

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ১৩
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মাছের উন্নত জাত ও সম্প্রসারণ কৌশল ২১
ড. এম জি হোসেন, ড. এ এইচ এম কোহিনুর ও মোঃ শাহিদুল ইসলাম

বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের ভূমিকা ২৪
প্রফেসর ড. এম. নিয়ামুল নাসের

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা ২৭
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন

মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনে নতুন বরফ বাক্সের প্রবর্তন: পচন রোধ ও গুণগত মান উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি ৩০
ড. এ কে এম নওশাদ আলম

গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম মাৎস্যচাষ অনুশীলন ৩৩
হাবিবুর রহমান খোন্দকার

বাগদা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট (ভাইরাস) রোগের প্রাদুর্ভাব ও এর প্রতিরোধ ৩৭
ড. নিত্যানন্দ দাস, আ ক ম শফিক-উজ-জামান ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণে কুচিয়া চাষের এক সফল গবেষণা ৪০
সৈয়দ আরিফ আজাদ ও ড. বিনয় চক্রবর্ত্তী

পার্ল গ্রাফটিং ৪৩
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা : জলমহাল হস্তান্তর প্রসঙ্গ ৪৬
ড. মোঃ মফিজুর রহমান

জলাভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ৫০
মোঃ আবুল হাশেম ও মোঃ তৌহিদুর রহমান

উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ ৫৩
ডা. আফতাবুজ্জামান

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশের অগ্রগতি ৫৬
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সুন্দরবনে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম ৬০
মোঃ সিরাজুল করিম

সহনশীল ইলিশ উৎপাদন : বর্তমান অবস্থা ও করণীয় ৬৩
এ বি এম জাহিদ হাবিব ও ড. নির্মল চন্দ্র রায়

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প : সম্ভাবনা ও করণীয় ৬৭
এম আই গোলদার, মোঃ আরিফ হোসেন ও মোঃ জুবায়দুল আলম

পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ গার্ডেনিং ৬৯
ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক (রিপন)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনায় ভিটিএমএস প্রযুক্তির ব্যবহার ৭২

মৎস্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ৭৪
মনিষ কুমার মণ্ডল

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এনএটিপি কার্যক্রম ও ফলাফল ৭৫
মোঃ গোলজার হোসেন, খ. মাহবুবুল হক ও এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা

কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনে হ্যাচারি ও খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৭৯
এস এম রাশেদুল হক

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি পূরণে ছোটমাছের গুরুত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ৮২
ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন, মোঃ মোকারম হোসেন ও ড. মনজুরুল করিম

গ্রামীণ মৎস্যখাতের উন্নয়ন : পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) এর ভূমিকা ৮৫
ড. সুলতান মাহমুদ

হিমায়িত চিংড়ি শিল্পে শ্রম আইন ২০০৬ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৮৮
এস এম ইসতিয়াক

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি এবং দূষণ প্রতিরোধে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরির ভূমিকা ৯০
মোঃ মানিক মিয়া, মোঃ বেলাল হোসেন ও মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া

বঙ্গোপসাগরে হাঙ্গরের বর্তমান অবস্থা এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ৯৩
বিক্রম জীৎ রায়

হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ ৯৬
ড. সৈয়দ আলী আজহার

মৎস্যসেক্টর ও নারীর ক্ষমতায়ন ১০১
ড. মোহাঃ সাইনার আলম

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ : নিরাপদ মাছের অমিত সম্ভাবনা ১০৪
ফরিদা বেগম

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ : গুরুত্ব, হ্রাস পাওয়ার কারণ, বৃদ্ধির উপায় এবং করণীয় ১০৬
কাজী ইকবাল আজম ও মোঃ সামছুজ্জামান খান

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আরএফএলডিসি-বরিশাল এর ভূমিকা ১০৯
মোঃ মনোয়ার হোসেন, কেনেথ হ্যান্স অটো গুগ ও মোহাম্মদ আলী রেজা

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা ১১১
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মোঃ শফিক উদ্দিন

বাংলাদেশে টেকসই মৎস্য উৎপাদনে উন্নত ব্রুডের গুরুত্ব ১১৩
মোঃ অহিদুজ্জামান, মোঃ মহসিন উজ জামান ও মোঃ গোলাম কিবরিয়া

জলমহাল, মৎস্যজীবী ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ১১৫
আনোয়ার হোসেন সিকদার

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১১ ১১৬

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০০৯-২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী) ১১৭

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১২৫

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০৯-১০ আর্থিক সালে ২৮.৯৯ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যা চলতি মূল্যমান (প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা)-এর হিসেবে মোট জিডিপি'র ৩.৭৪ শতাংশ, কৃষিখাতে অবদান ২২.২৩ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ে অবদান ২.৭০ শতাংশ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৫৮ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ তথা প্রায় ১.৪৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিগত ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-য় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৎস্য উপখাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে বর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো হলো: ক. অভ্যন্তরীণ মাছ চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; গ. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি; ঘ. ধানক্ষেতে ও মৌসুমি জলাশয়ে মাছ চাষ অধিকতর সম্প্রসারণ; ঙ. সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; চ. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ; ছ. মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের 'উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমানের ২.৮০ কোটি বেকারের সংখ্যা ২০১৩ সালে ২.৪০ কোটি এবং ২০২১ সালে ১.৫০ কোটিতে হ্রাস করা, দারিদ্র্য সীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি ইত্যাদি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য উপখাত সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ হলো-

- অধিক পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করার জন্য পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ এবং মাছ চাষে উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন।
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংশোধন করে খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিকট বন্দোবস্ত ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- মুক্ত জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান দরিদ্রের সংখ্যা ৬.৫ কোটি হতে ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটিতে এবং ২০২১ সালে ২.২০ কোটিতে হ্রাস করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।
- আয়তন নির্বিশেষে গৃহস্থালী সংলগ্ন পুকুরডোবা মাছ চাষের আওতায় এনে একটি বাড়ি একটি খামার শীর্ষক কৃষি উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ।
- হতদরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মোকাবেলায় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার।
- বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

এছাড়া বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং নির্বাচনী ইস্তেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১৫ সালের মধ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং Bangladesh Country Investment Plan বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো- উপখাত সরকারের

উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। 'ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ হলো-

- মাছের উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে ২৫% বৃদ্ধিকরণ,
- জনপ্রতি ৫৬ গ্রাম আমিষের চাহিদা পূরণ,
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় সাত হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ, এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্যসম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশের জলসম্পদ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্রই নদীনালা, খালবিল জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুরদীঘি, ডোবানালা, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর (৮৬.৫%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর (১৩.৫%) (চিত্র ১)। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধানতম কাজ হলো মাছ ও চিংড়িসহ জলজসম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করত প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা দেশের কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭.৮১ লক্ষ মে.টন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৯ লক্ষ মে.টন। উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদা মাফিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৩১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও মাছের চহিদা

২০০৯-১০ সালে দেশে মোট ২৮.৯৯ মে.টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০১০-১১ সালে ৩১.০ লক্ষ মে.টন, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ করেও ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১.২৫ লক্ষ মে.টন ও ২.২৯ লক্ষ মে.টন উদ্বৃত্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে একজন মানুষের আমিষ চাহিদা পূরণের জন্য দৈনিক ৫৬ গ্রাম মাছ খাওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বাংলাদেশে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উন্নীত করতে যথাক্রমে মোট ৩৩.২৪ ও ৩৩.৮০ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদন করতে হবে। দেশে মাছের মোট চাহিদা নির্ণয়ে খাদ্য হিসেবে গৃহীত মাছ, রপ্তানিযোগ্য মাছ, মৎস্য ও পশু খাদ্যে ব্যবহৃত মাছ এবং বিপণনে সম্ভাব্য অপচয় হিসাব করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সালে দেশে মোট মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ৩৫.৪০ ও ৩৯.১০ লক্ষ মে.টন (চিত্র ২)।

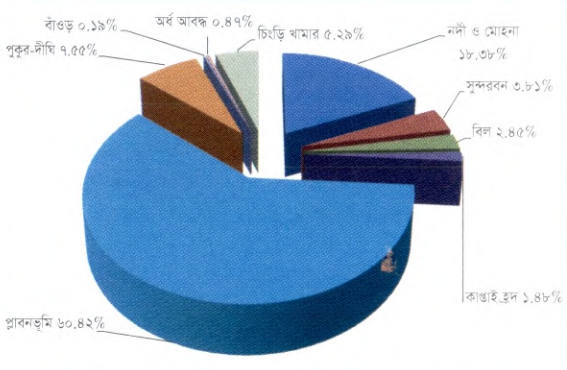

চিত্র ১: মৎস্য উৎপাদনের খাতসমূহ

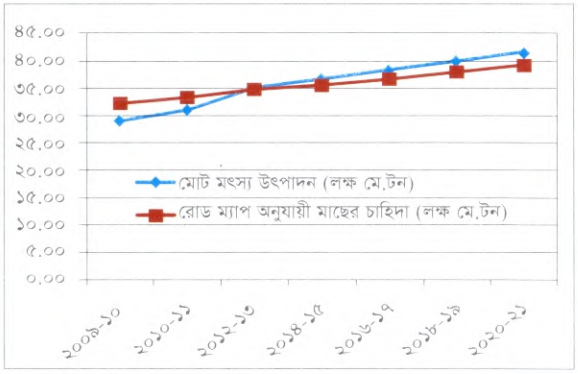

চিত্র ২: মাছের উৎপাদন ও চাহিদা প্রক্ষেপণ

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত মৎস্যসম্পদের উৎসভিত্তিক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ নির্ধারিত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমসহ তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুকুরদীঘিতে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ ও চিংড়ি চাষ নিবিড়করণ এবং বিশাল প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

ক. প্রবাহমান নদী ও জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় তথা নদনদী, খালবিল, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি মূলত সরকারি খাস জলাশয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এসব উৎস হতে প্রাকৃতিকভাবে আহরিত মৎস্যসম্পদের ওপর মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিগত তিন দশকে এসব উৎস হতে মাছের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। জৈবিক ব্যবস্থাপনায় মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কোনো পদক্ষেপ না থাকা, মাছের অতিআহরণ, পরিবেশ দূষণ, প্রজনন ও চারণভূমি হ্রাসের কারণে প্রাকৃতিক প্রজনন বিঘ্নিত হওয়ায় মাছের প্রবেশন (recruitment) হ্রাস পাওয়া; নির্বিচারে সবধরনের মৎস্য আহরণ; কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছা ব্যবহার; প্রকৃত মৎস্যজীবীদের খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

- রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট জলমহাল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;
- প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নদনদীর উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- মাছের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও ভরাট হয়ে যাওয়া জলাশয় পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার;
- প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র প্রদান;
- বিল নার্সারি ও পোনা মজুদ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ; ইত্যাদি।

পোনা মাছ অবমুক্ত ও বিল নার্সারি কার্যক্রম: অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত প্রায় এক দশক থেকে নির্বাচিত জলমহাল এবং বন্যাপ্লাবিত ধানক্ষেত ও প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পোনামাছ অবমুক্তির ফলে জলমহালের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/সুফলভোগীগণের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বেড়েছে। পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে প্রায় ৮.০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তাছাড়া পোনা অবমুক্ত কার্যক্রমকে আরও অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীগণের মাধ্যমে বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ও অবমুক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বিল নার্সারি নীতিমালা ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। গত অর্থবছরে বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য রাজস্ব খাতে প্রায় ৬১.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় দেশের ৮০টি বিলে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিল নার্সারি স্থাপনের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ে অতিরিক্ত ২০০০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন: মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় কার্প ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন ও বর্ধন নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে পোনা মাছ ও জাটকা রক্ষা, কারেন্ট জালের অবৈধ ব্যবহার রোধ, ডিমওয়ালা মাছ ধরা রোধ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সভা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা: আমাদের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের প্রায় ৬২ শতাংশ প্লাবনভূমি, যেখানে ৪ থেকে ৬ মাস মাছ চাষোপযোগী পানি থাকে। ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অবস্থার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরিত উন্মুক্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন

গড়ে তোলা হয়। ফলে জলাশয়ে মৎসজীবীদের অধিকার অনেকাংশেই নিশ্চিত হয়েছে এবং তারা মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪৫০টি জলাশয়ে পাঁচ শতাধিক সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও জলাশয় তীরবর্তী অন্যান্য সুফলভোগীদের সম্পৃক্ততায় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়সমূহের জীববৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৬৫০ কেজি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে, যেখানে প্লাবনভূমিতে হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ২৫৫ কেজি। এছাড়া গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশের ২৭৩৪ হেক্টর প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ করে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৭০ মে.টন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অর্জিত এ ফলাফল ও কার্যক্রমের শিক্ষণকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকার প্লাবনভূমিতে পর্যায়ক্রমে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম হিসেবে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় ১.০ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি উন্নততর ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে। আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে চাষ এলাকা ১.৭০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দেশের মোট প্লাবনভূমির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ ৫০০ কেজিতে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। গত দশকের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন নদনদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৩৮০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অভয়াশ্রম পরিচালনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী অন্যান্য উপযুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ নেয় হয়। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। এতে মৎস্য তথা জলজ জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পাশাপাশি মাছের স্বাভাবিক চলাচল, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে মাছের অবাধ অভিপ্রয়াণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নদীর সংযোগ খাল, মরা নদী ও বিল খনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে স্বাদুপানির মোট ২৬০ প্রজাতির মাছ আছে। কিন্তু আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের অবক্ষয়, অধিক হারে মৎস্য আহরণ, কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত অবৈধ কীটনাশকের ব্যবহারসহ মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানা কারণে বর্তমানে প্রায় ৫৪টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

খ. পুকুর-দীঘিতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ

বর্তমানে দেশের ৩.৫ লক্ষ হেক্টর পুকুরদীঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৫ মে.টন। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুরদীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে পুকুরদীঘির ক্ষেত্রে এ উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৬.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে.টনে উন্নীত করে মাছের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩.১৩ লক্ষ মে.টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইলিশ আহরণ করা হয় প্রধানত নদী, উপকূলীয় মোহনা ও সমুদ্র থেকে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় স্থিরকৃত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ইলিশ অভয়াশ্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের প্রজননক্ষেত্রসমূহ রক্ষা এবং জাটকা